R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
১২ই মার্চ, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

কেউ কথা রাখেননি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ৯ মার্চ—আজ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল ময়দানে ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস আহূত জনসভায় কোন মন্ত্রী যোগদান করেননি। ফলে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর এক গোষ্ঠীর নেতারা প্রচণ্ড হতাশা আর ক্ষোভের সঙ্গে উপস্থিত প্রায় আড়াই হাজার জনতা ও স্বেচ্ছা-সেবকের সামনে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে, সংবাদপত্র ও আই এন টি ইউ সিকে আক্রমণ ও গালমন্দ দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সভার কাজ শেষ করেন।

দশ দিন আগে থেকে এই গোষ্ঠী প্রচার চালাচ্ছিলেন যে, তাঁদের সভায় বক্তৃতা করতে আসছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার, পুরমন্ত্রী সুব্রত মুখারজি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ মোতাহার হোসেন এবং অন্যান্যরা। কিন্তু কেউ কথা রাখেননি, জনসভায় মন্ত্রীরা উপস্থিত হননি। জনসভার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নানা মহলের নানা জনে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম যে, মন্ত্রীরা কথা না রাখায় এই গোষ্ঠী তথা ছাত্রনেতা চিত্ত মুখারজির পজিশন রাজনৈতিকভাবে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হল। অপরদিকে অপর গোষ্ঠীর নেতারা জানালেন যে, কংগ্রেসের ডাকে জনসভা হচ্ছে, মন্ত্রীরা আসছেন, অথচ তাঁরা কিছুই জানতে পারলেন না। এমন কি জেলা কংগ্রেসের ভাগ্য বিধাতারাও নাকি এই জনসভা সম্পর্কে ঘূণাক্ষরেও টের পাননি। তাই তাঁরা জঙ্গিপুর মহকুমার দুই কংগ্রেসী এম এল এ-র রেকমেনড করিয়ে নিয়ে সাতটি ব্লকের কংগ্রেস নেতাদের সই করিয়ে নিয়ে এই জনসভা সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানিয়ে আজই বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস সভাপতির নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

'গরীবের ঘরে বেনারসী শাড়ী'—

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ মার্চ—নতুন কেন্দ্রে নতুন উদ্যমে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা চলার খবর পেয়ে চতুর্থ দিনে বাস থেকে নেমে বাড়ালা রামদাস সেন স্কুলের দিকে এগিয়ে যেতেই কর্তব্যরত রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের সুবেদার হাকিম সেখ হেই হেই করে উঠলেন। স্কুলের প্রধান ফটকে একজন হোমগার্ড টুল ছেড়ে লাঠি উঁচিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল। পরিচয়পত্র দেখিয়ে ওকে দিয়েই একটা চিরকুট পাঠালাম। এবার পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি পেলাম। দেখলাম, বাড়ালা পরীক্ষাকেন্দ্র বেশ সরগরম। চারিদিকে ব্যস্ততা। প্রধান শিক্ষক মহঃ সোহরাব জানালেন, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না। দুই বাটী দুই দীঘি অর্থাৎ বংশবাটী, শ্রীকান্তবাটী, সেখ-দীঘি ও জিনদীঘি—এই চার স্কুলের ৩৯০ পরীক্ষার্থী এখানে পরীক্ষা দিচ্ছে। সেখদীঘি স্কুলের শিক্ষক গোলাম মোস্তফা বললেন, বাড়ালায় পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়াতে আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা হয়েছে, হয়রানীর হাত থেকে বাঁচা গিয়েছে। শেষ ঘণ্টা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম মাষ্টার মশাইরা ঘরে ঘরে ছোটাছুটি করছেন। সোহরাব সাহেব চিৎকার করে বলছেন, 'পনের মিনিট আগে খাতা ফুটা করে চলে যাবা, তা না ঘণ্টা পড়ার পর ছুটাছুটি লাগাছো।'

তৃতীয় দিন গিয়েছিলাম মহকুমার আর একটা নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র সাগরদীঘি স্কুলে। সেখানেও বোথারা, সাহাপুর, বন্যেশ্বর, চানক, সাগরদীঘি গার্লস্, বালিয়া, গৌরীপুর, দিয়াড়া ও হড়হড়ি স্কুলের ৫৫০ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। কেন্দ্রের ইনচারজ বললেন, সাগরদীঘিতে থানা ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল বলেই হয়েছে। প্রধান শিক্ষক অজিত মুখারজি প্রত্যেক ঘর ঘুরিয়ে আমাকে জানালেন, পরিচিত আবহাওয়ায় মাষ্টারমশাই এবং হেড-মাষ্টার মশাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই কেন্দ্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বোথারা স্কুলের সঃ প্রঃ শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস আমার প্রশ্নের উত্তরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'সাগরদীঘি কেন্দ্রকে গরীবের ঘরে বেনারসী শাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা চলে।'

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কলেজ অধ্যক্ষকে কারণ দর্শাবার নির্দেশ

অরঙ্গাবাদ : ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ডি এন কলেজের দিবা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আবুল হোসেনের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফ আদালত কলেজ অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য্যকে তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কারণ দর্শাবার নির্দেশ দিয়ে যদি নির্বাচন হয়ে থাকে তবে তার ফল প্রকাশ স্থগিত রাখার জন্য এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন গত ৮ মারচ। খবরে প্রকাশ, ৩ মারচ একদিনের নোটিশে মাত্র দু'ঘণ্টার সময়ে দিবা বিভাগে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তারপর কলেজ শিক্ষকদের কর্মবিরতির জন্য পর পর দু'দিন কলেজ বন্ধ থাকে। ৬ মারচ কলেজ খুললে অভিযোক্তা আবুল হোসেন অধ্যক্ষের নিকট মনোনয়নপত্র চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন এবং জানান যে, ৩ মারচেই মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। আবুল হোসেন এর পর এক দিনের নোটিশে মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্দেশের বৈধতা চ্যালেনজ করে জঙ্গিপুর আদালতে অভিযোগ জানালে বাদী পক্ষের এ্যাডভোকেট প্রশান্ত সিংহের আবেদনক্রমে জুডিসিয়াল ম্যাজিসট্রেট ওই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং অভিযোগ কেন কার্যকর হবে না তার কারণ দর্শাবার নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, কলেজ অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য্য নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির হননি এবং এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত বুধবার অরঙ্গাবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারি হয়েছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

॥ একচক্ষু হরিণ ॥

গত ৯-৩-৭৫ তারিখ এখানকার হাসপাতাল মাঠে স্থানীয় কংগ্রেসের আয়োজনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যমন্ত্রীদের কেহ কেহ এই সভায় যোগদান করিবেন এইরূপ কথা ছিল। তদুপলক্ষে নানা স্থান হইতে দলে দলে কংগ্রেসী মিছিল আসিতে থাকে; কিন্তু মন্ত্রীমহোদয়গণের অনিবার্য অনুপস্থিতিহেতু বৈকালিক এই জনসভা বহুজনকে হতাশ করিলেও কয়েকজন স্থানীয় বক্তা সভার কার্য সম্পন্ন করেন। সভা সমাপ্তির মুখে জনৈক বক্তা তাঁহার পরিচ্ছন্ন ভাষণ-প্রসঙ্গে স্থানীয় পত্রিকাগুলিকে একচক্ষু হরিণের সহিত তুলনা করেন। তিনি বলেন, 'বন্ধুগণ, একচক্ষু হরিণকে দিয়ে কোন কাজ হয় না; তেমনি স্থানীয় পত্রিকাগুলো'।

উক্ত বক্তা কোন্ আলোকে স্থানীয় পত্রিকাগুলি দেখিয়াছেন, আমরা বুঝিলাম না। হয়ত এমন হইতে পারে যে, পত্রিকায় যাহা লেখা হয়, তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় না। অথবা তিনি মনে করেন, ঐসব লেখা পক্ষপাতমূলক।

পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ-বিচারে তিনি যদি এই মন্তব্য করিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলিবার আছে। একটি মূল বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিত হয়। ভালটুকুকে ভাল বলা এবং খারাপকে সমর্থন না করা প্রধান কাজ। নিছক প্রশস্তি বা অবিমিশ্র নিন্দাবাদ করা নয়, নিরপেক্ষ আলোচনাই উপযুক্ত সম্পাদনা। এই বিচারে পত্রিকাকে দুইচক্ষু হরিণ হইয়া ভাল ও মন্দ উভয় দিক দেখিতে হয়। যাহা গঠনমূলক ও কল্যাণকর, তাহার আলোচনা যেমন কাম্য, তেমনি ইহার পরিস্থা দিকও জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা বা প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া অভিপ্রেত। পত্রিকার এই ধর্মপালন নিরপেক্ষতার পরিচায়ক। উপযুক্ত সাংবাদিকতা দলবিশেষের প্রশস্তি-অর্ঘ্য রচনা নহে। যাঁহাদের ধার-ভার আছে, তাঁহারা রাজনৈতিক দলবিশেষের অন্ধসমর্থন ও প্রশংসা করিতে পারেন। অতি সীমিতসম্বল স্থানীয় পত্রিকাকে কোন নিদিষ্ট দলের মতবাদ সমর্থন করিলে চলে না। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা পত্রিকা সম্পাদনার মূল আদর্শও রক্ষিত হয় না। সে বিচারে এখানকার পত্রিকাগুলি উক্ত বক্তার বিচারে যদি একচক্ষু হরিণের আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাদের একজন হিসাবে বলিতেছি—আমরা নিরুপায়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কংগ্রেসে যাচ্ছি না

পশ্চিমবাঙলার কংগ্রেসী রাজনীতির ভাগ্যাকাশে যখন তিন তাসের খেলা চলছে, ঠিক তখনই ২২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর সংবাদে একটি চমকপ্রদ খবর বেরিয়েছে যে, আমি নাকি কংগ্রেসে যোগদান করছি। জানি না, হতাশায় পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মাননীয় বন্ধু প্রবররা এহেন ডাহা মিথ্যে খবরটা পরিবেশন করে কোন্ উদ্দেশ্যে সস্তায় বাজীমাৎ করার চেষ্টা করেছেন। তবুও বলা যায়, তাঁদের রাজনৈতিক অসচেতনতা ও হতাশাগ্রস্ত মনোবিকারের ফলে এহেন অবাস্তব খবর প্রচারের মূল কারণ। কারণ, দেশ যখন ধনবাদী শাসক কংগ্রেসের চণ্ডনীতিতে জর্জরিত, তখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নয়া সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ার দৃঢ় সংকল্প যারা ঘোষণা করে তাদের নামে এ ধরণের অপপ্রচারের রটনাটা কোন নতুন কথা নয়। কাজেই এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে শাসক কংগ্রেসের সমস্ত অপকৌশলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের জন্য শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি। —শিশ মহাম্মদ, এম-এল এ, সুতী।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

৩ মারচ সাংবাদিক চন্দ্রশেখর ঘোষের পিতা পটল ঘোষ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তাঁর হিলোড়া গ্রামের বাড়ীতে পরলোকগমন করেছেন।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

"রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট" শীর্ষক ফিচারটি 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সাম্প্রতিক সংযোজন। লিখছেন আমাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা নরোত্তম চৌধুরী। মতামতের দায়দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। আগামী ফিচার: মহকুমার বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে।

—সম্পাদক: জঃ সঃ

মহকুমায় দেউলিয়া কংগ্রেসী রাজনীতি

হাই কম্যাণ্ডের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতিতে লোক-দেখানি মিলন ঘটেছিল দিল্লীতে বসে। শিক্ষা বাঁচাও, এন-এল-সি সি যুবসংগ্রাম কমিটি আর ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেসে ভাই ভাই এক ঠাঁই হওয়ার কাগজী বুলি শোনা গেছলো। কিছু হোক না হোক বর্ধমানের নুরুল মিয়া আর তাঁর দোস্ত প্রদীপ ভট্টাচার্জি দিল্লীতে বসে প্রিয় দাসমুন্সী, সুব্রত মুখুজ্জের এক সঙ্গে খানা-পিনার সংবাদ খবরের কাগজে ফলাও করে বেরিয়েছিলো। এর ক্রেডিটের দায় কেউ দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি বরুয়া সাহেবের উপরে। কেউ চাপিয়েছেন দেবী চাটুজ্জের ঘাড়ে। কিন্তু আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হয়েছিলেন আমাদের ঝানু ব্যারিষ্টার মুখ্যমন্ত্রী মশাই। তবু কি লক্ষ্মীবাবুর। অথবা নুরুল মিয়ারা হরিহর আত্মা হ'তে পেরেছেন সুব্রতবাবু প্রিয় দাসমুন্সীদের সঙ্গে? কিংবা জেলায় জেলায়, মহকুমা-মহকুমায় গোষ্ঠীকোন্দল একেবারে মিটে গিয়েছে কি? উত্তরে কেউ এক বাক্যে নিশ্চিত 'হ্যাঁ' বলবেন না। সুতরাং মুর্শিদাবাদ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ এ জেলাতে এখনও যুব ও ছাত্র নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সুদীপ ব্যানার্জী ও সুব্রত সাহা কখনো এক পথে হাঁটেন না। যদিও মাথার উপর কৃষিমন্ত্রী সাত্তার সাহেব সকলেরই 'দাদা'।

অন্যকথা থাক, খাস জঙ্গিপুর মহকুমার প্রসঙ্গে এলেই দেখা যাবে গোষ্ঠী কোন্দলটা কেমন জমে উঠেছে। সব থেকে জমজমাট কিস্‌সা হচ্ছে জেলা ছাত্রপরিষদের সম্পাদক ছাত্রনেতা চিত্ত মুখার্জ্জি বনাম যুব ও শ্রমিকনেতা রবীন্দ্র পণ্ডিতের দোস্তী (!)-টা। এ বলে আমায় দেখ —ও বলে আমায়। নব প্যাক্টের আসনাই এখানে একেবারেই কার্যকরী হোল না। চিত্তবাবুর মতে নাকি রবি পণ্ডিতের মধ্যে বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নেই—নৈলে বীরভূমের ডাকাতি কেসে রবিটা জড়িয়ে পড়বে কেন?

রবি পণ্ডিতের অবশ্য বর্ত্তমান পরিচয় মহকুমার আই-এন-টি-ইউ-সি অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হিসেবেই। তাঁর রাজনৈতিক গুরু মহকুমার প্রবীণ এম-পি হাজি লুৎফল হক সাহেব। অবঙ্গাবাদে হক সাহেবের কায়েমী সিংহাসন কিছু টলমল করতেই দূরদর্শী হক সাহেব যুবনেতৃত্বকে কব্জায় রাখতে চান। যদিও চিত্ত মুখাজীরা মনে করেন যুব সমর্থনটা সম্পূর্ণ তাঁদের দিকেই।

মজার কথা, যুব ও ছাত্র নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আর এক শরীক হচ্ছেন মহঃ বদিউজ্জামান ওরফে কালু। মন্দ লোকে বলে, কালু'র নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল লুৎফল হক সাহেব ও এম-এল-এ হাবিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতাতেই। সেই কালুর হাতের মই যখন রবি পণ্ডিতের হাতে এলো কালু তখন 'শিক্ষা বাঁচাও' ও 'এন-এল-সি-সি' তৈরী করে ফেললেন। সঙ্গে চেলা ছাত্রনেতা বৈদ্যনাথ ঘোষ। রবি পণ্ডিত গ্রুপের সঙ্গে কালুর দলের সংঘর্ষ মহকুমা শহরের মানুষের অবিদিত নেই। কিন্তু নব প্যাকটের আসনাইয়ের ক্ষেত্রে হঠাৎ দেখা গেল কালু আর চিত্ত'র দোস্তী গলায় গলায়। হায় রবি পণ্ডিত!

সামনে নির্বাচন ডংকা বাজছে। এম-পি সাহেবের ইমেজ জোরদার করা দরকার। বিড়ি- শ্রমিক নেতা পণ্ডিত মশাই জর্দার খুশবাই ছেড়ে পান চিবোতে চিবোতে হাজি সাহেবী কায়দায় ছাত্রনেতা প্রত্যর্পণ সিংহরায়কে সঙ্গে নিয়ে 'রাজ্য বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনে'র জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী 'মন্টুনগর' সম্মেলন হোল। সাত্তার সাহেব এলেন, অতীশ সিংহ এলেন। স্থানীয় এম-পি সাহেব গরমাগরম বক্তৃতায় আসর মাৎ করলেন। সাত মণ তেল পুড়লো। কিন্তু রাধা নাচলো না। শ্রমমন্ত্রী গোপাল দাস নাগ এলেন না। আর শ্রমিকদের স্তোকবাক্য ছাড়া বাস্তব লাভও কিছুই হোল না। শুধু পোষ্টারে নাম না

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

বহরমপুর সদর হাসপাতাল এবং বহরমপুর জেনারেল হাসপাতালের জন্য টেণ্ডার

বহরমপুর সদর এবং জেনারেল হাসপাতালের জন্য সোডা, সাবান, কেরোসিন তৈল, বরফ, সাজিমাটি, কাগজ, কালি, পেন্‌সিল ইত্যাদি ইত্যাদি সরবরাহের জন্য শীলমোহরযুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত দ্রব্যগুলি টেণ্ডার তালিকানুযায়ী ১/৪/৭৫ হইতে ৩১/৩/৭৬ পর্যন্ত হাসপাতাল দুইটিতে সরবরাহ করিতে হইবে। টেণ্ডার ফর্ম ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসারের অফিসে পাওয়া যাইবে। প্রতি ফরমের দাম ২৲ (দুই টাকা) হিসাবে অফিসে জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯/৩/৭৫ বেলা ৫টা পর্য্যন্ত এবং ঐ দিনই শীলমোঃরযুক্ত টেণ্ডারগুলি ৫-৩০ মিনিটে খোলা হইবে।

প্রতি শীলমোহর টেণ্ডারের সহিত ১০০·০০ একশত টাকা (মিসেলিনিয়াস্ টেণ্ডারের জন্য earnest money একশত টাকা এবং ষ্টেশনারী দ্রব্যাদির জন্য একশত টাকা পৃথকভাবে Treasury receipted Chalan) দাখিল করিতে হইবে।

যাঁহারা শীলমোহর টেণ্ডারের সহিত উক্ত চালান এবং Sale Tax এবং Income Tax Clearence Certificates জমা দিবেন না তাঁহাদের টেণ্ডার বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে।

প্রয়োজনবোধে Lowest rate ও গ্রহণযোগ্য হইবে না। যাঁহারা আদেশ অনুযায়ী জিনিস সরবরাহ করিতে অক্ষম হইবেন তাঁহাদের "গচ্ছিত মূলধন" বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

যাঁহাদের "টেণ্ডার" গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাদের "Security money" নয়শত টাকা পোষ্টাফিসের পাশ বহিতে জমা দিতে হইবে।

Sd./- (P. B. Misra)
District Medical Officer
Murshidabad.
26. 2. 75

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত।)

মাঠ থেকে রাইফেলের ব্যারেল উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১১ মার্চ—লালবাগের মহকুমা পুলিশ অফিসার সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার কাঁচিয়া গ্রাম লাগা এক মাঠ থেকে রাইফেলের ব্যারেল উদ্ধার করেছেন। নবগ্রাম থেকে সন্দেহবশতঃ ধৃত এক জনের স্বীকারোক্তিতে ব্যারেলটি উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশী সূত্রের খবর।

বেণী সংহার: রঘুনাথগঞ্জ থানার বৈকুণ্ঠপুরে গেল সপ্তাহে চাল চুরির দায়ে গ্রামবাসীরা জনৈকা মহিলার চুল কেটে নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ডাকাতি: আট মার্চ রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার সেণ্ডা গ্রামে একদল সশস্ত্র ডাকাত বন্যেশ্বর দত্তের বাড়ীতে হানা দিলে জিনিসে ও নগদে প্রায় তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতদলের হাতে সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হয়ে গৃহস্বামী এখন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে।

রাহাজানি: তিন মার্চ রাত্রে সাগরদীঘি থানার তাঁতিবিরলে মুক্তল হোসেনের দোকানে জনা তিনেক দুর্বৃত্ত হঠাৎ হানা দিয়ে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। দুর্বৃত্তদের লাঠি এবং দোকানের বাট-খারার আঘাতে দোকানদার সমেত দু'জন জখম হন।

ঠাকুরবাড়ীতে চুরি: জঙ্গিপুরে বৃন্দাবনবিহারী ঠাকুরবাড়ীতে সম্প্রতি এক দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল মূর্তিগুলো নামিয়ে ঠাকুরের রূপো বাঁধানো কাঠের সিংহাসন কাছাকাছি একটা মাঠে নিয়ে গিয়ে সমস্ত রূপোর পাত খুলে নেয়, বিগ্রহের অলঙ্কার ও গোটা পাঁচেক থালা অপহরণ করে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দেয় বলে প্রকাশ। অবশ্য মূর্তিগুলো একটিও অপহৃত হয়নি।

এ ছাড়াও জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে চুরির হিড়িকের সাথে পুলিশী ব্যর্থতার খবর আসতে শুরু করেছে।

তথ্য দপ্তরের খবর: মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক রথীন দে সম্প্রতি বহরমপুর শহরে উন্নত ধরনের মৎস্য চাষের দশদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। নদীয়া, বীরভূম ও এই জেলার মৎস্য বিভাগের কর্মীরা এই শিবিরে শিক্ষালাভ করছেন।

শিক্ষক চাই

একজন বি, এস-সি শিক্ষক চাই। শিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্রগণ্য। ২২শে মার্চের মধ্যে দরখাস্ত করুন।

সম্পাদক,
অরঙ্গাবাদ হাই মাদ্রাসা
(প্রস্তাবিত)
পোঃ দহরপাড়, মুর্শিদাবাদ।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে এক-জন ট্রেণ্ড বি, এস-সি (বাইও) শিক্ষক প্রয়োজন। সাতদিনের মধ্যে আবেদন করুন।

সম্পাদক,
চাঁচণ্ড বি, জে, হাই স্কুল
পোঃ লোহরপুর
জেলা মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মদনগোপাল মেমানী এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেণ্টস্ এণ্ড কমিশন এজেণ্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

মহকুমা পেরিয়ে

বিশেষ প্রতিনিধিঃ জঙ্গিপুর মহকুমা সেটল্‌মেনট অফিস থেকে সাগরদীঘি থানার সমস্ত মৌজার ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় নথীপত্র লালবাগের ফকসেস্ কুঠিতে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ হয়েছে। ফলে সাগরদীঘি এলাকার তামাম মৌজার লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কেন না, নিজেদের মহকুমা ছেড়ে অন্য মহকুমায় সেটল্‌মেনট সংক্রান্ত কাজে যাওয়া যথেষ্ট ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। কষ্টকরও বটে। তাছাড়া রঘুনাথগঞ্জের জঙ্গিপুর মহকুমা সেটল্‌মেনট অফিস থেকে কেবলমাত্র সাগরদীঘি থানা এলাকার মৌজাগুলির নথীপত্র লালবাগ মহকুমায় পাঠানোর ফন্দি কেন আঁটা হয়েছে তা কারও মাথায় ঢুকছে না। এদিকে জঙ্গিপুর সিভিল কোরট বার এ্যাসোসিয়েশন যদি এ রকম আদেশ হয়ে থাকে তবে সাগরদীঘির ভূমি সংক্রান্ত নথীপত্র লালবাগে পাঠানো বন্ধের জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করে আইনমন্ত্রী, ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী, বিভাগীয় ডিরেকটর এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সেটল্‌মেনট অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ছাপার জন্যে ছাত্রনেতা দিলীপ সিংহের থানা কমিটি থেকে পদত্যাগ ছাড়া।

অথচ রবি পণ্ডিতের ইমেজ যে জোরদার হয়! চিত্তবাবু সইবেন কি করে? তাঁর পিছনে লুৎফল হক নাই বা থাকলেন—কালু'রা আছেন, সাত্তার সাহেবের ভাই জবরদস্ত নেতা সিরাজুল ইস্‌লাম সাহেব আছেন। সুতরাং জনতার বিনোদনে মন্ত্রী প্রদর্শনের কম্‌পিটিশনে নামলেন চিত্ত মুখার্জী। ঘোষিত হোল শংকর ঘোষ, সুদীপ ব্যানার্জী, সুব্রত মুখার্জী, আবদুস সাত্তার, ডাঃ মোতাহার হোসেন আসছেন ৯ মার্চ রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা হাসপাতালের মাঠে। মাইকে মাইকে জোর ঘোষণা। তুলকালাম কাণ্ড। কিন্তু 'হা হতোস্মি'। ৯ মার্চ

বেনারসী শাড়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথনকে পরীক্ষার খবর জিজ্ঞেস করতেই বললেন, মহকুমার চারটি কেন্দ্রের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সংবাদ কুশল। তবে জঙ্গিপুরে কলেজ থেকে বড্ড ডিসটারব করা হচ্ছে। ১৪৪ ধারা না মানার দায়ে সব কেন্দ্রেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে অবশ্য প্রত্যেককে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর অনুরোধে জজিপুর কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র মেয়ে পরীক্ষার্থীদের জন্য রঘুনাথগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রধানা শিক্ষিকা জ্যোৎস্না ব্যানার্জির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তিনি আমাকে জানান, এবার হল না, আগামীবার হতে পারে।

বিকেলের সভায় কালুবাবু-চিত্তবাবু আর সিরাজ সাহেব ছাড়া মঞ্চে কেউ নেই। কালু সাহেব সজোরে বুক চাপড়ে বললেন, আই-এন-টি-ইউ-সি'র সম্মেলন—'চোরের সম্মেলন'। ১৬ হাজার টাকা উঠিয়ে পকেটস্থ করেছে ওরা। তাঁর সক্রোধ আক্রোশ থেকে রেহাই পেলেন না লুৎফল হক সাহেব, হাবিবুর রহমান, সোহরাব সাহেব প্রমুখ। বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা গেল, এই সভার বিরুদ্ধে মহকুমার সাতটি ব্লক থেকে ডেপুটেশন গেছলো জেলা কংগ্রেস সভাপতির কাছে। কান্দীর মহালন্দীতে এসেছিলেন ওই দিন শংকর ঘোষ, আবদুস সাত্তার, সুব্রত মুখার্জী ও সুদীপ ব্যানার্জী। তবু রঘুনাথগঞ্জে এলেন না। তাহ'লে চিত্তবাবুদের কি শেষ পর্যন্ত পাশা খেলার ঘুঁটি ওল্টাতে চললো? কে জানে, বলতে পারে আগামী ভবিষ্যৎ। তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে এ মহকুমায় কংগ্রেসী দলীয় কোন্দল ক্লাইম্যাক্সে উঠেছে। আর এটা দেউলিয়া কংগ্রেসী রাজনীতির স্বরূপটাকে নগ্নরূপে জনমানসে উদ্ঘাটিত করে তুলেছে। —নরোত্তম চৌধুরী

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৪/৩/৭৫

ডিঃ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ দেঃ সামির সেখ দাবী ৩৫৭·৫৯ টাকা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর খং ৪ দাগ ৩৬৯ পরিমাণ ১-৪৪ শতক মধ্যে ১৪′ × ৮′ = ১১২ স্কোয়ার ফুট স্থান তদুপরিস্থিত কুড়ের ঘর মায় কপাট, চৌকাঠ, নওয়াজিমাসহ আঃ ৩২৬৲

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা বেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)